(BANGLA)

কারবালার রক্তিম দৃশ্য (মাকতুব)

karbala ka khone manzar

(এই রিসালায় বিশেষত ইসলামী বোনদের জন্য উপকারী মাদানী ফুল রয়েছে)

- কারবালার করুণ তাণ্ডব!
- মাদানী মাহলের বরকত
- নেকীর দাওয়াতের সাওয়াব
- মুবাল্লিগদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা
- হায়য ও নেফাস সম্পর্কে আটটি মাদানী ফুল
- ৮টি মাদানী কাজ (ইসলামী বোনদের জন্য)

শায়খে তরিকত আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত

দা'ওয়াতে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ؕ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোআটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم :

কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ؕ

কারবালার রক্তিম দৃশ্য

দরূদ শরীফের ফযীলত

এক ব্যক্তি স্বপ্নে ভয়ানক বিপদ দেখতে পেল। ভীত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল: তুমি কে? বিপদটি বলল: আমি হলাম তোমার খারাপ আমল। লোকটি জিজ্ঞাসা করল: তোমার থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় আছে কি? সে জবাব দিল: অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

(আল কওলুল বদী, ২২৫ পৃষ্ঠা, মুয়াস্‌সাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ؕ সগে মদীনা মুহাম্মদ ইলিয়াছ আত্তার কাদেরী রযবীর عُفِىَ عَنۡهُ পক্ষ থেকে মদীনার প্রেমে আত্মহারা, **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশ্‌কে পাগলপারা, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মহিলা মুবাল্লিগার[১] .... খেদমতে মাদানী শরীফের আশপাশ ঘুরে আসা, নূরানী বাতাসের এবং সেখানখার পরিবেশের ঘনঘটার বরকতে পরিপূর্ণ সুগন্ধিময় সালাম!

اَلسَّلَامُ عَلَيۡكُمۡ وَ رَحۡمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ عَلٰى كُلِّ حَال

---

[১] বিপদগ্রস্থ এক মহিলা মুবাল্লিগাকে শান্তনা দেবার জন্য এবং তাঁরই আবেদনের প্রেক্ষিতে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের কর্ম-পদ্ধতির উপর লিখিত এক গুরুত্বপূর্ণ শান্তনামূলক মাকতুব পরিবর্ধন সহকারে পেশ করা হল। ... মজলিসে মাকতুব।

ইশ্কে রাসুল এ ভরপুর আপনারই হাতের লেখা এক মাকতুব আমি গুনাহগারের হাতে এসেছে। আমি আপনার সেই মাদানী সুধায় পরিপূর্ণ মাকতুবটি সম্পূর্ণ পাঠ করেছি। আপনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি অত্যন্ত আন্তরিকতা রাখেন এবং চেষ্টারত রয়েছেন জেনে আমার মন আনন্দিত হয়ে মদীনার বাগানে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

হে আমার মাদানী কন্যা! আপনি লোকজনের অপবাদের ভয় করবেন না। বর্তমানে যারাই সুন্নাতের পথে চলার চেষ্টা করে সমাজ তাদের সাথে এই ধরনের গর্হিত ব্যবহারই করে থাকে। হায়!

ওহ দওর আয়া কে দীওয়ানায়ে নবী কে লিয়ে
হার এক হাত মেঁ পাত্থর দেখাই দেতা হে।

কারবালার রক্তিম দৃশ্য

যখনই সুন্নাতের উপর আমল করার কারণে কিংবা সুন্নাতের খেদমত করার কারণে আপনার উপর কোনরূপ অত্যাচার, নিপীড়ন নেমে আসবে, তখনই মনে মনে কল্পনা করবেন **'কারবালার রক্তিম দৃশ্যের'** কথা। নবী-বংশের পূণ্যাত্মাগণের সর্বশেষ অপরাধ কি ছিল? এটিই ছিল না যে, তাঁরা ইসলামের উন্নতিই চাইতেন। কেবল এই পবিত্র কাজের অপরাধেই না নবী-বাগানের আলো-ছড়ানো ফুলগুলোর উপর সীমাহীন নৃশংস আচরণ করা হয়েছে! হায়, হায়! জোহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর বাগানের সেসব কলি যাঁরা তখনো পরিপূর্ণ রূপে ফুটেই উঠেন নি, তাঁদেরকে যে কি ধরণের নির্দয় ও পৈশাচিকতামূলক ভাবে ঘোড়া দিয়ে পিষ্ট করা হয়েছিল! যখন তাঁদের তাজা কলিজাগুলো চিরে টুকরো টুকরো হয়ে মাটি আর রক্তে সিক্ত হয়ে ছটপট করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে সায়্যিদুশ্ শুহাদা হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মনের অনুভূতি কেমন হতে পারে!

হায় রে! শিশু আলী আসগর!!

হায়, হায়! দুধের শিশু আলী আসগর رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ! মাদানী এই সত্যিকার মুন্নীটির পিপাসার্ত কণ্ঠে যেই মুহূর্তে তীর বিদ্ধ হল, আর তিনি যখন ব্যথায় কাতর হয়ে তাঁর বাবাজানের কোলে ছটপট করছিলেন এবং পরে হিক মারতে মারতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন, সেই মুহূর্তে নবী-তনয়া হযরত ফাতিমা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর কলিজার টুকরা **নূর নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় দৌহিত্র সায়্যিদুনা ইমাম আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মনোজগতের দুঃখের অনুভূতির অবস্থা কি রকম হতে পারে!

দেখা জো ইয়ে নজারা কাঁপা হে আরশ সারা
আসগর কে জব গলে পর জালিম নে তীর মারা।

আর... আর... দুধের শিশু আলী আসগর رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ছোট শিশুর রক্তাক্ত মৃত দেহ যখন তাঁরই আদরিনী আম্মাজান সায়্যিদা শহর বানু رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا নিজ চোখে দেখেছিলেন, তখন তাঁর আহত হৃদয়ের যে কী মহা কিয়ামত সংঘটিত হচ্ছিল, তা কে অনুভব করতে পারে!

আয় জমীনে কারবালা ইয়ে তো বাতা কিয়া হো গেয়া!
নন্না আলী আসগর তেরি গোদী মেঁ কেয়সে সো গেয়া!

ইমাম আলী মকামের শেষ বিদায়

হে আমার মাদানী কন্যা! সায়্যিদুশ শুহাদা, ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশে মকাম, ইমামে তিস্নাকাম, ইমামুল হুমাম সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কলিজার টুকরাদের সকলেই যখন একে একে শত্রু বাহিনীর অপয়া তরবারির আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, অতঃপর স্বয়ং নিজেই যখন শহীদ হওয়ার অদম্য বাসনা বুকে নিয়ে **মহান আল্লাহ্**র নামে তাবু থেকে বেরিয়ে পড়ছিলেন, সেই হৃদয়বিদারক মুহূর্তটিতে হযরত সায়্যিদা জায়নাব, হযরত সায়্যিদা সকীনা সহ অপরাপর সকল বিবিগণের رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُنَّ মনোজগতে কী করুণ অবস্থা যে সৃষ্টি হয়েছিল, তা কি এক বার ভেবে দেখেছেন!

ফতেমা কে লাডলে কা আখেরী দিদার হে
হাশর কা হাঙ্গামা বর পা হে মিয়ানে আহলে বাইত।
ওয়াক্তে রোখসার কেহ্ রহা হে খাক মেঁ মিল্‌তা সোহাগ
লও সালামে আখেরী আয় বেওয়াগানে আহলে বাইত।

কারবালার করুণ তাণ্ডব!

অতঃপর... কেবল একজন অসুস্থ ইবাদতকারী এবং কেবল কয়েকজন পর্দানশীন অবলা নারী কি থেকে যাবেন? এদিকে সব তাবুই লন্ডভণ্ড হয়ে থাকবে। বাহিরে চতুর্দিকে পবিত্র মহান নবীর বংশধরদের যুবক এবং বাচ্চাদের লাশ সমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। তার উপরও নির্যাতনের অন্ত না থাকা? নর পিশাচ ইয়াজিদ বাহিনীর চরম লুটতরাজ, তাবু জ্বালিয়ে দেওয়ার মত জঘন্য নিপীড়ন! সবাইকে বন্দী করে নেওয়ার ঘৃন্য স্পর্ধা! সকল শহীদানদের পবিত্র ও নূরানী শির মোবারকগুলো বর্ষাবিদ্ধ করে কারবালার প্রান্তরে জঘন্য তাণ্ডবে মেতে ওঠা ইয়াজিদ বাহিনীর জালিমদের পৈশাচিক কাণ্ড! ওসব কথা ভাবতেও মন কেমন ব্যথিত হয়ে উঠে। তাঁদের উপরে আপতিত হওয়া সেসব হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের কথা স্মরণ করে আমাদের রক্তের প্রবাহে কান্নার সুর বেজে ওঠে। কলিজা কেপেঁ উঠে।

হে আমার মাদানী কন্যা! আপনি যখন সেসব দৃশ্যের কথা স্মরণ করবেন। তা হলে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ আপনার এই ধরনের নগণ্য ও তুচ্ছ কষ্টের উপর আপনি বরং নিজেই হাসবেন। হাসবেন এই বলেই যে, সেই তুলনায় আমাদের এসব কষ্টও কোনই কষ্টই না!

পেয়ারে মুবাল্লিগ! মামুলি ছি মুশকিল পে ঘবরাতা হে
দেখ হোসাইন নে দ্বীন কি খাতির সারা ঘর কুরবান কিয়া।

মোটকথা, আপনি সর্বদা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পথ অবলম্বন করবেন। চরিত্রের অনুপম আদর্শ হয়েই থাকবেন। আপনার সংক্ষিপ্ত জীবনটিকে শরীয়াত ও সুন্নাত মোতাবেক অতিবাহিত করবেন। কুরআন সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠণ **'দা'ওয়াতে ইসলামীর'** মাদানী মাহলের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকবেন, আর ইসলামী বোনদেরকে নেকীর দাওয়াত দিতে থাকবেন।

মৃত্যু অনিবার্য

মনে রাখবেন! মৃত্যু অনিবার্য। আমাদের সাথে আজ যারা হাসি-তামাশা ও মেলামেশায় প্রতিনিয়ত মশগুল রয়েছে অচিরে তারাই আমাদের লাশ কাঁধে নিয়ে বিরান কবরস্থানের অন্ধকার কবরে কয়েক মণ মাটির নিচে দাফন করে আমাদের একাকী রেখে চলে আসবে। **আল্লাহ্** না করুন, আমাদের জীবন যদি শরীয়াত বিরোধী ফ্যাশনের জীবন হয়ে থাকে, বেহায়াপনার জীবন হয়ে থাকে, জীবনে যদি নামাজ-রোজার প্রতি উদাসীনতা থেকে থাকে, আর এ কারণে যদি **আল্লাহ্ তাআলা** ও **আল্লাহ্র রাসুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন এবং সেই কারণে আমাদের উপর যদি আজাব অবতীর্ণ হয়, তদুপরি কবরের অন্ধকারে, তাতে যদি সাপ আর বিচ্ছু থাকে! তা হলে কিয়ামত পর্যন্ত আমরা সেখানে কীভাবে থাকব? অতএব, মৃত্যুকে সর্বদা আপনার দুই চোখের সামনে বলে মনে করবেন। আর অনতিবিলম্বে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মত সংক্ষিপ্ত এই জীবনেই বিশাল ও সুদীর্ঘ আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

মেরা দিল কাঁপ উঠতা হে কলিজা মুঁহ্ কো আতা হে
করম ইয়া রব! আন্ধেরা কবর কা জব ইয়াদ আতা হে।

মাদানী মাহলের বরকত

আমার মাদানী কন্যা! কুরআন সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাজ করাতে একদিকে যেমন অসংখ্য সাওয়াব রয়েছে, অন্যদিকে অনেক উপকারও রয়েছে। এতে করে মাদানী মাহল (পরিবেশ) নছীব হয়। নিজের মাঝে ভাল ভাল আমল করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। মদীনা শরীফের মুহাব্বত সহ **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশ্ক নছীব হয়। আর নেকীর দাওয়াত পেশ করার ফযীলতের কথা এই বাণী থেকে অনুমান করতে পারেন:

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

নেকীর দাওয়াতের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام একদা **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আরজ করলেন: **হে আল্লাহ!** যে আপন ভাইকে নেকীর দাওয়াত পেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করে, সেই ব্যক্তির প্রতিদান কী? জবাবে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: আমি তার এক একটি শব্দের পরিবর্তে তাকে পূর্ণ এক বৎসরের ইবাদত করার সাওয়াব লিখে থাকি আর তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জা হয়। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৮ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত)**

নেকীর ভান্ডার

سُبۡحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! আমরা যদি কাউকে একটি ভাল কথা বলে থাকি, তা হলে এক বৎসর ইবাদত করার সাওয়াব পাব। তবে ভেবে দেখুন, আপনি যদি মাত্র একজন ইসলামী বোনকেও **‘ফয়যানে সুন্নাতের’** দরস দিয়ে থাকেন, মনে করুন, আপনি তাকে দুইটি পৃষ্ঠা পাঠ করে শুনিয়েছেন আর সেখানে যদি বিশটি ভাল কথা থাকে, তাহলে পাঠ শ্রবণকারী সেই ইসলামী বোন তদানুযায়ী আমল করুক বা না করুক اِنۡ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ আপনার আমলনামায় বিশ বৎসরের ইবাদত করার সাওয়াব লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি আপনার কাছ থেকে শুনে সেই ইসলামী বোন আমল করা আরম্ভ করে দেন, তবে তিনি যত দিন পর্যন্ত আমল করতে থাকবেন, সেই সাথে আপনিও একই হারে সাওয়াব পেতে থাকবেন। আর সেই ইসলামী বোন যদি আপনার নিকট থেকে শুনে তা আবার অন্যের নিকট শোনান, তা হলে তার সাওয়াব সেই ইসলামী বোনও পাবে আর আপনিও পাবেন। এভাবে আপনার সাওয়াব اِنۡ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ কেবল বৃদ্ধি পেতে থাকবে। নেকীর দাওয়াতের কারণে আখিরাতে যে সাওয়াব পাওয়া যাবে, তা যদি কেউ দুনিয়াতেই দেখে নেয়, তাহলে মনে হয় এক মুহূর্ত সময়ও সে অযথা অতিবাহিত করবে না। সে সর্বদাই নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে থাকবে।

শয়তানের কুমন্ত্রণাকে কাছেও আসতে দিবেন না। কেননা, সে তো এমন অবস্থারই অবতারণা করবে যে, আপনি যেন নেকীর দাওয়াতের ন্যায় মহান কাজ বাদ দিয়ে দেন। **ফয়যানে সুন্নাতে**র দরস দান করাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি মাদানী কাজ। আগে থেকে সময় নির্ধারণ করে প্রতি দিন দরস দানের মাধ্যমে সুন্নাতের মাদানী ফুল বিতরণ করতে থাকুন। আর বেশি বেশি সাওয়াব অর্জন করতে থাকুন।

ফয়যানে সুন্নাতের দরস দানের মাদানী ফুল

(এই পদ্ধতিটি ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন সবার জন্য সমভাবেই উপকারী)

মদীনা ১: নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কিংবা বদ-মাযহাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট ইসলামের কোন বিষয় পৌঁছিয়ে দিবে, সেই ব্যক্তি জান্নাতী।" **(হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৪৬৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত)**

মদীনা ২: হুরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার হাদীস শুনবে, স্মরণ রাখবে এবং অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দিবে, **আল্লাহ্ তাআলা** সেই ব্যক্তিকে সজীব রাখুন।" **(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৬৫, দারুল ফিকর, বৈরুত)**

মদীনা ৩: হযরত সায়্যিদুনা ইদ্রিস عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নাম মোবারক ইদ্রিস হওয়ার একটি কারণ এও যে, তিনি অধিক হারে **আল্লাহ্**র কিতাবাদির দরস ও তাদরিস করতেন অর্থাৎ পাঠ করতেন এবং পাঠদান ও করতেন বলে তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নাম ইদ্রিস হয়। **(তাফসীরে কবীর, ৭ম খন্ড, ৫৫০ পৃষ্ঠা, দারু ইহিয়ায়িত তুরাসিল আরবি, বৈরুত। তাফসীরুল হাসানাত, ৪র্থ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা, জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স্, মারকযুল আউলিয়া, লাহোর)**

মদীনা ৪: হুজুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন:

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْبًا অর্থাৎ, আমি ইল্মের দরস গ্রহণ করেছি, এক পর্যায়ে আমি কুতুবিয়াতের মর্যাদায় উপনীত হয়ে গেছি। (কাসীদায়ে গাউছিয়া)

মদীনা ৫: দিনে কম পক্ষে দুইটি করে হলেও **ফয়যানে সুন্নাত** থেকে দরস দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। পারা: ২৮, সূরা: আত্ তাহ্রীমের ষষ্ঠ আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেছেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَاَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا وَّقُوۡدُهَا النَّاسُ وَالۡحِجَارَةُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারেরা! তোমরা তোমাদের নিজেদের এবং পরিবার-পরিজনদেরকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর যেই আগুনের ইন্ধন হচ্ছে মানুষ আর পাথর।

(পারা: ২৮, সূরা: আত তাহরীম, আয়াত: ৬)

'ফয়যানে সুন্নাতে'র দরসও নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার একটি মাধ্যম। সম্ভব হলে দরস দেওয়ার পাশাপাশি মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ান কিংবা মাদানী মুযাকারার ক্যাসেটগুলোও পরিবারের সবাইকে দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শুনাতে পারেন।

মদীনা ৬: যাইলী মুশাওয়ারাতের নিগরান নিজের মসজিদে এমন দুইজন খেরখোয়া ইসলামী ভাই নিয়োগ করবেন, যারা দরসের (বয়ানের) সময় চলে যেতে উদ্যত লোকদেরকে বিনয়ের সাথে থামাবেন এবং সবাইকে কাছাকাছি করে বসাবার ব্যবস্থা নিবেন।

মদীনা ৭: পর্দার উপর পর্দা করে দু'জানু হয়ে বসে দরস দিবেন। শ্রোতা অধিক হয়ে থাকলে দাঁড়িয়ে দরস দেওয়াতেও কোন অসুবিধা নেই।

মদীনা ৮: আওয়াজ বেশ জোরেও করবেন না; বেশ ছোটও হবে না। যত দূর সম্ভব এমন আওয়াজে দরস দিবেন যেন কেবল উপস্থিত লোকজনেরাই শুনতে পায়। এই কথাটি অবশ্যই খেয়ালে রাখবেন যে, দরস ও বয়ানের আওয়াজের কারণে যেন কোন নামাজী কিংবা কুরআন তিলাওয়াতকারীর অসুবিধা না হয়।

মদীনা ৯: দরস সর্বদা থেমে থেমে আর নিচু আওয়াজে দিবেন।

মদীনা ১০: যে বিষয়টি দরস দিবেন সেই বিষয়টি পূর্বে একবার অধ্যয়ন করে নিবেন যেন ভুল-ত্রুটি না হয়।

মদীনা ১১: ফয়যানে সুন্নাতের আরবি শব্দগুলো প্রদত্ত হরকত অনুযায়ীই উচ্চারণ করবেন। এতে করে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

মদীনা ১২: হামদ ও সালাত, দরূদ ও সালামের বাক্যগুলো, দরূদ শরীফের এবং আখেরী আয়াত ইত্যাদি কোন সুন্নী আলিম অথবা কোন ক্বারী সাহেবকে অবশ্যই শুনিয়ে নিবেন। অনুরূপ নামাজে যেগুলো পড়তে হয়, সেগুলো সহ অপরাপর আরবি দোআ ইত্যাদিও আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলিমদের নিকট শুনিয়ে বিশুদ্ধ করে নিবেন।

মদীনা ১৩: ফয়যানে সুন্নাত ছাড়াও মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত মাদানী রিসালা থেকেও দরস দেওয়া যেতে পারে।[২]

মদীনা ১৪: আখেরী দোআ সহ সম্পূর্ণ দরস সাত মিনিটের মধ্যেই শেষ করে নিবেন।

মদীনা ১৫: দরসের পদ্ধতি, পরবর্তী তারগীব ও আখেরী দোআ ইত্যাদি প্রত্যেক মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগার মুখস্ত করে নেওয়া উচিত।

---

[২] কেবল আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কর্তৃক প্রণীত কিতাবাদি থেকেই দরস দিবেন। **-মারকাযী মজলিসে শূরা।**

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস দেওয়ার পদ্ধতি

তিন বার এভাবে ঘোষণা দিবেন: আপনারা সবাই কাছাকাছি হয়ে বসুন। পর্দার উপর পর্দা করে দু'জানু হয়ে বসে এভাবে আরম্ভ করবেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এবার এভাবে দরূদ-সালাম পড়াবেন :

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

অতঃপর এভাবে বলবেন: প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা সবাই কাছাকাছি এসে দরসের সম্মানের নিয়্যতে সম্ভব হলে দু'জানু হয়ে বসে পড়ুন। কোন ওজর থাকলে আপনাদের সুবিধা মত বসে দৃষ্টিকে নত দিকে রেখে মনোযোগ সহকারে **ফয়যানে সুন্নাতের** দরস শুনুন। অমনোযোগী হয়ে, এদিক-সেদিক তাকিয়ে, আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে খেলতে খেলতে, গায়ের কাপড় বা চুল ইত্যাদি নড়াছড়া করতে করতে শুনলে দরসের বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। (বয়ানের শুরুতেও এই ধরনের তারগীব দিবেন)। এ কথাগুলো বলার পর **ফয়যানে সুন্নাত** থেকে দেখে দেখে একটি দরূদ শরীফের ফযীলত বয়ান করবেন। তার পর বলবেন :

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যা লিখা রয়েছে সেগুলোই পড়ে শুনাবেন। আয়াত ও আরবি ইবারতগুলোর কেবল অনুবাদগুলোই পাঠ করবেন। নিজের পক্ষ থেকে কখনো কোন আয়াত বা হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা করতে যাবেন না।

দরসের শেষে এভাবে তারগীব দিবেন

(সকল মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগার উচিত এটি মুখস্থ করে নেওয়া এবং কোন রকম কমবেশী না করে দরস ও বয়ানের শেষে এভাবে তারগীব দিবেন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠণ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাতের শিখা ও শিক্ষা দেওয়া হয়। (আপনার এলাকার সাপ্তাহিক ইজতিমার ঘোষণা এভাবে করবেন: (যেমন) বাবুল মদীনা করাচীর তাহসীলে মক্কা মুকাররামা ওয়ালারা[৩] বলবেন) "প্রতি রবিবারে ফয়যানে মদীনা, মহল্লা সওদাগরান, পুরানা সব্জীমণ্ডীতে বেলা প্রায় ২ টা ৩০ মিনিটের সময় আরম্ভ হওয়া সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যোগদান করার জন্য মাদানী অনুরোধ রইল।" প্রতি দিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রতি মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে আপনার এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। তাহলে এর বরকতে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার, গুনাহ্‌কে ঘৃণা করার এবং ঈমানের হিফাজতের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। সকল ইসলামী বোনেরা এই মাদানী যেহেন বানিয়ে নিন যে, আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ।

আল্লাহ করম এয়সা করে তুঝ পে জাহাঁ মেঁ
আয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরি ধূম মচী হো।

---

[৩] আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় সাংগঠনিক নিয়ম-নীতি অনুযায়ী প্রতি রবিবার বেলা প্রায় ২ টা ৩০ মিনিটের সময় ইসলামী বোনদের বাবুল মদীনার তিনটি তাহসীলের ইজতিমা শুরু হয়ে থাকে। ওসব তাহসীলের সাংগঠনিক নাম হল: (১) তাহসীলে মক্কা মুকাররামা (সোলজার বাজার, পুরানা গুলিমার, লায়ন্স এরিয়া, গার্ডেন), (২) তাহসীলে আতায়ে আত্তার (মাদানী কলোনী, চান্দনী চক, পীর কালোনী), (৩) গুলশানে আত্তার (পুরা গুলশানে ইকবাল)। প্রতি বুধবারে বাবুল মদীনায় এই দুপুরের সময় অসংখ্য স্থানে এবং প্রতি রোববারে এখন পর্যন্ত ২৭টি স্থানে তাহসীলের আওতায় ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

অবশেষে খুযূ-খুশূ সহকারে (অর্থাৎ, শরীরকে বিনয় ও নম্রতা সহকারে এবং মনকে হাজির রেখে) দোআর জন্য হাত উঠানোর আদব রক্ষা করতঃ কোন রকম কমবেশী না করে নিচের মত করে দোয়া করবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

হে রব্বে মুস্তফা! নবী করীম عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় তুমি আমাদের, আমাদের পিতা-মাতার এবং সকল উম্মতদের গুনাহ মাফ করে দাও। **হে আল্লাহ্!** তুমি দরসের ভুল-ত্রুটি সহ সকল গুনাহ মাফ করে দাও। আমলের জযবা দান কর। আমাদের পরহেজগার এবং পিতা-মাতার অনুগত বানিয়ে দাও। **হে আল্লাহ্!** আমাদেরকে তোমার এবং **তোমার মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার আশিক বানিয়ে দাও। আমাদেরকে গুনাহের রোগসমূহ থেকে মুক্তি দান কর। **হে আল্লাহ্!** তুমি আমাদেরকে মাদানী ইন্‌আমাতের আমল করার এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে অন্যদেরকেও মাদানী কাজের উৎসাহ প্রদান করার জযবা দান কর। **হে আল্লাহ্!** তুমি মুসলমানদেরকে রোগ সমূহ থেকে, ঋণগ্রস্ততা, বেকারত্ব, স্বন্তানহীনতা, অহেতুক মামলা-মোকাদ্দমা এবং বিভিন্ন ধরণের পেরেশানী থেকে মুক্তি দান কর। **হে আল্লাহ্!** তুমি ইসলামের উন্নতি দান কর। ইসলামের শত্রুদের অপদস্থ কর। **হে আল্লাহ্!** তুমি আমাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মাহলে দৃঢ় ও অটল রাখ। **হে আল্লাহ্!** তুমি আমাদেরকে গুম্বদে খাদ্বরার নিচে **তোমার মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলওয়ায় শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব দান কর। **হে আল্লাহ্!** মদীনার সুগন্ধিময় শীতল হাওয়ার ওসীলায় তুমি আমাদের দোআগুলো কবুল কর।

জিস কেসি নে ভি দোআ কে ওয়াস্তে ইয়া রব! কাহা
কর দেয় পুরি আরজু হার বে কস ও মজবুর কি।

!! اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এই শেরটি পড়ার পর নিম্নে প্রদত্ত দরূদ শরীফের আখেরী আয়াতটি পাঠ করবেন:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾ (পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৫৬)

সবাই দরূদ শরীফ পড়ে নিবেন। অতঃপর নিচের আয়াতটি পাঠ করবেন:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۸۰﴾ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۸۱﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸۲﴾ (পারা: ২৩, সূরা: আস সাফফাত, আয়াত: ১৮০-১৮২)

দরসের পাওনা পাওয়ার উদ্দেশ্যে (দাঁড়িয়ে না, বরং) বসে বসেই হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে ইসলামী বোনদের সাথে সাক্ষাত করবেন। কিছু নতুন ইসলামী বোনদেরকে নিজের কাছে বসাবেন। এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে **মাদানী ইন্‌আমাত** সহ আরো কিছু মাদানী কাজের বরকতের কথা বুঝিয়ে তাঁদের মাঝে মাদানী মাহলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করবেন।

তুমহে আয় মুবাল্লিগ! ইয়ে মেরি দোআ হে
কিয়ে জাও তায় তুম তরক্কি কা যীনা।

আত্তারের দোআ: হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এবং নিয়মিত ভাবে ফয়যানে সুন্নাত থেকে প্রতি দিন কম পক্ষে দুইটি দরস দানকারী এবং শ্রোতাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও। তুমি আমাদেরকে সুন্দর চরিত্রের আদর্শ বানিয়ে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!!

মুঝে দরসে ফয়যানে সুন্নাত কি তৌফিক
মিলে দিন মেঁ দো মর্তবা ইয়া ইলাহী।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

আলেম নন এমন কারো পক্ষে বয়ান করা হারাম

প্রশ্ন: কোন ইসলামী বোন যদি আলিমা না হয়ে থাকেন, তিনি কি ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় বয়ান করতে পারবেন?

উত্তর: যিনি যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন না, তিনি যেন দ্বীনি বয়ান না দেন। কেননা, আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৩তম খন্ডের ৩৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: ওয়াজ বলুন আর যে কোন ধরনের কথাবার্তাই বলুন– এতে সব চেয়ে প্রথম কথা হল **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসুল** عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুমতি। যে ব্যক্তি যথেষ্ট জ্ঞানের মালিক নন, তার পক্ষে ওয়াজ করা হারাম। সেই ব্যক্তির ওয়াজ শোনাও জায়েয নেই। কেউ যদি مَعَاذَاللهِ عَزَّوَجَلَّ বদ-মাযহাবী হয়ে থাকে, তাহলে সে তো শয়তানেরই প্রতিনিধি। তার কথা শোনা তো জঘন্য ধরনের হারাম। (মসজিদে বয়ান দেবার ক্ষেত্রে তাকে বাধাঁ প্রদান করতে হবে)। আবার কারো বয়ান দ্বারা যদি ফিতনা সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে তাকেও ইমাম সাহেব সহ মসজিদের উপস্থিত লোকজন বাধাঁ দেবার হক রাখেন। আর যদি বিশুদ্ধ আকীদাসম্পন্ন পরিপূর্ণ সুন্নী আলেমে দ্বীন ওয়াজ করে থাকেন, তাহলে তাঁকে বাধাঁ দেবার অধিকার কেউ রাখে না। যেমন: **মহান আল্লাহ তাআলা** দ্বিতীয় পারার সূরা বাকারায় ১১৪ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কোন্ ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী যে **আল্লাহ্**র মসজিদ সমূহে তাঁর নাম নেওয়ায় বাধাঁ প্রদান করে।

(পারা: ২, সূরা: আল বাকারা, আয়াত: ১১৪)

(ফতোওয়ায়ে রজবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ইন্‌শাআল্লাহ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

আলিমের পরিচয়

প্রশ্ন: তাহলে কি মুবাল্লিগ হবার জন্য দরসে নেজামী (অর্থাৎ আলিম কোর্স) সম্পন্ন করতে হবে?

উত্তর: আলিম হবার জন্য যেমন দরসে নেজামী শর্ত নয়, তেমন কেবল সার্টিফিকেট থাকাও যথেষ্ট নয়; বরং জ্ঞান থাকাই বাঞ্ছনীয়। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেছেন: আলিমের পরিচয় এই যে, তাঁকে আক্বীদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ রূপে ধারণা রাখতে হবে, অটল ও স্বাধীনচেতা হতে হবে এবং নিজের প্রয়োজনের বিষয়াদি অন্য কারো সাহায্য ব্যতিরেকে নিজে নিজে কিতাবাদি থেকে বের করার যোগ্যতা থাকতে হবে। কিতাবাদি অধ্যয়ন করে এবং আলিমদের নিকট শুনে শুনেও ইলম হাসিল করা যায়। (আহকামে শরীয়াত থেকে গৃহীত, ২য় খন্ড। ২৩১ পৃষ্ঠা) বুঝা গেল, আলিম হবার জন্য দরসে নেজামীর সার্টিফিকেট যেমন জরুরি ও যথেষ্ট নয়, তেমনি আরবি, ফার্সী ইত্যাদি জানাও শর্ত নয়; বরং জ্ঞান থাকা জরুরী। যথা, আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেছেন: সার্টিফিকেট কোন বিষয়ই নয়। এমন অনেকেই রয়েছে, যাদের সার্টিফিকেট আছে কিন্তু বিন্দুমাত্র ইল্‌মে দ্বীন নেই। অথচ এমন অনেক রয়েছেন যাঁদের সার্টিফিকেট বলতেই নেই, কিন্তু অনেকে সার্টিফিকেটধারী তাঁদের ছাত্র হওয়ার যোগ্যতাও রাখে না। মোটকথা, ইলম (জ্ঞান) থাকাই জরুরী। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৬৮৩ পৃষ্ঠা) اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ, **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ, বাহারে শরীয়াত, কানূনে শরীয়াত, নিসাবে শরীয়াত, মিরআতুল মানাজীহ্, ইলমুল কুরআন, তাফসীরে নঈমী, (অনুদিত) ইহ্ইয়াউল উলুম** সহ এ ধরনের অসংখ্য উর্দু কিতাব রয়েছে যেগুলো অধ্যয়ন করে করে, বুঝে বুঝে, ওলামায়ে কেরামদের নিকট হতে জিজ্ঞাসা করে করেও যথা প্রয়োজন আক্বীদার মাস্‌আলাগুলো সম্পর্কে ইলম হাসিল করে **'আলিম'** হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা যেতে পারে। আর যদি সেই সাথে **'দরসে নেজামী'** কোর্স সম্পন্ন করার সুযোগও হয়ে যায় তা হলে তো সোনায় সোহাগা।

আলিম নন, এমন ব্যক্তির বয়ানের পদ্ধতি?

প্রশ্ন: আলিম নন, এমন ব্যক্তির পক্ষেও বয়ান দেয়ার কোন পদ্ধতি আছে কি?

উত্তর: আলিম নন, এমন ব্যক্তির পক্ষে বয়ান দেওয়ার সহজ উপায় হল, ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতের কিতাবাদি থেকে প্রয়োজন মত ফটোকপি করিয়ে নিয়ে সেগুলোর কাটিংগুলো নিজের ডায়েরীতে লাগিয়ে নিবেন এবং তা থেকে পড়ে পড়ে শুনাবেন। নিজ থেকে কিছুই বলবেন না। নিজের মতামত থেকে পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতের কিংবা হাদিস শরীফের কোন ব্যাখ্যা প্রদান করবেন না। কেননা, **'তাফসীর বির রায়'**[৪] বা নিজের মন থেকে তাফসীর করা হারাম। নিজের অনুমান ও ধারণা করে কুরআনের আয়াত থেকে দলিল গ্রহণ করা কিংবা হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা করা গেলেও শরীয়াতে সেটির অনুমতি নেই। **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও কুরআন শরীফের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করে সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।" **(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা, হাদিস: ২৯৫৯)** আলিম নন, এমন ব্যক্তির বয়ানের ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিতে গিয়ে আমার আক্বায়ে নেয়ামত, আ'লা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: কেবল উর্দু জানা কোন জ্ঞানহীন লোক যদি নিজের পক্ষ থেকে কিছু না বলে বরং কোন আলিমের লেখা থেকে পড়ে শোনায় তাহলে তাতে কোন বাধাঁ নেই।

(প্রকাশিত ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩ খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা)

---

[৪] সেই ব্যক্তিকেই **'তাফসীর বির রায়'**-কারী বলা হয়, যে পবিত্র কুরআনের তাফসীর করে নিজেরই জ্ঞান-বুদ্ধি, অনুমান ও ধারণা থেকে। যার সাথে নকলের বা শরীয়াত ভিত্তির প্রমাণাদির কোনই মিল থাকে না।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

মুবাল্লিগদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

প্রশ্ন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কতিপয় মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগা না পড়ে নিজের মুখ থেকেও বয়ান ইত্যাদি করে থাকেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে আপনার পক্ষ থেকে কি কোন নির্দেশনা পেতে পারি?

উত্তর: তারা যদি আলিম হয়ে থাকেন, তা হলে তো কোন বাধাঁ অবশ্যই নেই। অন্যথায় আলিম নন, এমন মুবাল্লিগ কিংবা মুবাল্লিগাদের জন্য নির্দেশনা হচ্ছে, তাঁরা শুধু আলিমদের লেখাগুলো পড়ে পড়েই বয়ান করবেন। আলিম নন, এমন কাউকে যদি সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিজের মুখ থেকে না পড়ে বয়ান করতে দেখে থাকেন, তা হলে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারগণ তাঁকে বসিয়ে দিবেন। আলিম নন, এমন মুবাল্লিগ বা মুবাল্লিগা সহ যে কোন বক্তারই উচিত, তারা যেন দ্বীনি কোন বয়ান বা ভাষণ নিজের মুখ থেকে প্রদান না করেন। আমার আক্বা আ'লা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: কেবল উর্দু জানা কোন জ্ঞানহীন লোক যদি নিজের পক্ষ থেকে কিছু না বলে বরং কোন আলিমের লেখা থেকে পড়ে শোনায় তা হলে তাতে কোন বাধাঁ নেই। তিনি আরো বলেছেন: কোন মুর্খ ব্যক্তি যদি নিজে থেকে কিছু বয়ান করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তা হলে সেটিকে ওয়াজ বলা হারাম। সেই ওয়াজ শোনাও হারাম। আর মুসলমানদের এই অধিকার রয়েছে বরং দায়িত্বই হচ্ছে যে, তাকে মিম্বর থেকে নামিয়ে দিবেন। এই কাজটি হচ্ছে **‘নাহি আনিল মুনকার’** অর্থাৎ অসৎকাজে বাধাঁ প্রদান। আর এই ‘নাহি আনিল মুনকার’ করা ওয়াজিব। **আল্লাহ্ তাআলাই** ভাল জানেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা)

মহিলারা কি V.C.D-তে মুবাল্লিগদের বয়ান শুনতে পারবেন?

প্রশ্ন: ইসলামী বোনেরা কি **V.C.D** বা মাদানী চ্যানেলে না-মুহরিম মুবাল্লিগের বয়ান শুনতে পারবেন? এ কাজটি কি বেহায়াপনা হিসাবে গণ্য হবে না?

উত্তর: বেহায়াপনা এক বিষয়, আর **V.C.D** তে না-মুহরিমদের বয়ান দেখা ও শোনা অন্য বিষয়। ইসলামী বোনদের জন্য পর্দার প্রতি যত্নবান থাকা সহ কতিপয় শরীয়াত ভিত্তিক পাবন্দি বজায় রাখার পাশাপাশি না-মুহরিম পুরুষদের দেখার ব্যাপারে কিছু শৈথিল্য অবশ্য রয়েছে। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াতের ১৬তম খন্ডের ৮৬ পৃষ্ঠায় ফতোওয়ায়ে আলমগিরীর বরাত দিয়ে উল্লেখ রয়েছে: কোন মহিলা কর্তৃক না-মুহরিম কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার হুকুম এটাই যা পুরুষ পুরুষের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার হুকুম রয়েছে। এই বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন মহিলা দৃঢ়তার সাথে মনে করবে যে, ঐ লোকটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কারণে কামভাব সৃষ্টি হবে না। পক্ষান্তরে কামভাবের সন্দেহ থাকলে কখনো দৃষ্টি দিতে পারবে না। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা) হ্যাঁ, **আল্লাহ্** না করুন, বয়ানের **V.C.D** কিংবা মাদানী চ্যানেল দেখার সময়ও যদি গুনাহের দিকে ঝুকে পড়ে, তাহলে তাওবা ও ইস্তিগফার করে যত দ্রুত সম্ভব সেখান থেকে সরে যাবেন। আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ হচ্ছে, যুবক-বৃদ্ধ উভয় ধরনের ব্যক্তিকে দেখা যথাসম্ভব পরিহার করে চলবেন। কেননা, বড়ই নাজুক যুগ চলছে। তবে, বয়োবৃদ্ধ আলিম কিংবা অনাকর্ষণীয় বৃদ্ধ অথবা আধ-বয়সী পীর ও মুর্শিদকে (যদি কাছে কোন না-মুহরিম না থাকে) দেখাতে কোন বাধাঁ নেই। এতে ফিতনার আশঙ্কা নেই বললেই চলে। তা সত্ত্বেও যদি দৃষ্টি দান কালে শয়তান কোন রূপ আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেয়, তা হলে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি সরিয়ে নিবেন আর সেখান থেকে চলে যাবেন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

মহিলারা কি না'ত-পড়ুয়াদের V.C.D দেখতে পারবেন?

প্রশ্ন: মাদানী চ্যানেল কিংবা **V.C.D** তে ইসলামী বোনেরা কি যুবক না'ত-পড়ুয়াদেরকেও দেখতে এবং শুনতে পারবেন?

উত্তর: না'ত-পড়ুয়া ব্যক্তি তিনিও তো একজন যুবক পুরুষ। তদুপরি হাত ইত্যাদি নড়াছড়া করার বিশেষ ভঙ্গিও রয়েছে। তাছাড়া আবৃত্তির সুর ও টোনের মধ্যে এমনিতেই তো এক ধরনের যাদু থাকে। এসব কিছু যেখানে বিদ্যমান, সেখানে কোন **'মহিলা ওলী'**ও কি এ ধরনের যুবক না'ত-পড়ুয়া দেখে নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারবেন! দেখা তো দূরের কথা মাদানী ইসলামী বোনদেরকে তো আমি এই পরামর্শই দিব যে, তারা যেন কোন যুবকের অডিও ক্যাসেটও না শোনেন। কেননা, তার চমৎকার আওয়াজে মহিলাটি ফিতনায় নিপতিত হয়ে যেতে পারেন। সহীহ্ বোখারী শরীফে রয়েছে: **হুযূরে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এক জন 'হুদী-পড়ুয়া' (উটকে দ্রুত হাঁকাবার উদ্দেশ্যে বিভোর করে তোলা শের পাঠক) ছিলেন। তিনি হচ্ছেন হযরত আনজাশাহ্ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ। তাঁর অত্যন্ত মোহনীয় আওয়াজ ছিল। (কোন সফরে মহিলারাও সাথে ছিলেন। এদিকে সায়্যিদুনা আনজাশাহ্ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ শের পাঠ করছিলেন)। **হুযূরে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: "হে আনজাশাহ্! আস্তে; নাজুক কাঁচগুলো ভেঙ্গে দিও না"। (বোখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬২১১) হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীস শরীফটির টীকায় লিখেছেন: "অর্থাৎ এই সফরে আমার সাথে মহিলারাও রয়েছে। যাদের হৃদয় নাজুক কাঁচের মতই কোমল। মোহনীয় কণ্ঠ তাদের হৃদয়ে তাড়াতাড়ি প্রভাব সৃষ্টি করে। আর তারা লোকদের গানের কারণে গুনাহের দিকে ধাবিত হতে পারে। তাই তোমার গান বন্ধ করে দাও।" (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৪৩ পৃষ্ঠা) অবশ্য মৃত কোন নাত- পড়ুয়ার অডিও ক্যাসেটে তেমন কোন আশঙ্কা নেই। তা সত্ত্বেও শয়তান যদি মনের ভাবকে 'গুনাহে'র দিকে ঘুরিয়ে দেয়, তাহলে তাওবা ও ইস্তেগফার করতঃ তৎক্ষণাৎ টেপ রেকর্ডারটি বন্ধ করে দিবেন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

হায়জ ও নেফাস সম্পর্কে আটটি মাদানী ফুল

(১) ইসলামী বোনেরা হায়জ ও নেফাস কালে দরসও দিতে পারবেন, বয়ানও করতে পারবেন। ইসলামী কিতাব স্পর্শ করাতেও কোন বাধাঁ নেই। তবে কুরআন শরীফে হাত, আঙ্গুলের মাথা কিংবা শরীরের কোন অংশ লাগানো নিষেধ ও হারাম। তাছাড়া কোন কাগজে বা চিরকুটে যদি কুরআন শরীফের আয়াত লিখিত থাকে এবং অন্য কিছু লেখাও পাশাপাশি না থাকে, তা হলে সেই ধরণের কাগজের সামনে-পিছনে কোণায় বা কোন অংশেই স্পর্শ করার অনুমতি নেই।

(২) হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় পবিত্র কুরআন কিংবা পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত পাঠ করা ও স্পর্শ করা উভয়টি হারাম। পবিত্র কুরআনের ফার্সী, উর্দু কিংবা যে কোন ভাষায় অনুদিত অংশ পাঠ করা ও স্পর্শ করাও স্বয়ং কুরআন পাঠ করা ও স্পর্শ করারই সমতুল্য।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৯, ১০১ পৃষ্ঠা)

(৩) কুরআন শরীফ যদি জুযদানে মোড়ানো থাকে, তাহলে সেই জুযদান স্পর্শ করাতে কোন বাধাঁ নেই। অনুরূপ রুমাল ইত্যাদি এমন যে কোন কাপড় দিয়ে স্পর্শ করাতেও কোন বাধাঁ নেই, যা নিজের পরিধানেরও নয়, কুরআন শরীফটিরও নয়। জামার আস্তিন দিয়ে, ওড়নার আঁচল দিয়ে এমনকি কোন চাদরের এক প্রান্ত যদি (কাঁধের) উপর থাকে, সেক্ষেত্রে অপর প্রান্ত দিয়ে স্পর্শ করা হারাম। কেননা, এগুলো ব্যক্তিটির পরিধানের বস্ত্র হিসাবেই গণ্য। চুলিও যেভাবে কুরআন শরীফেরই অন্তর্ভূক্ত ছিল। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

(৪) কেউ যদি দোআর নিয়্যতে কিংবা বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পাঠ করে যেমন, 'بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ', শোকরিয়া আদায়ের নিয়্যতে অথবা হাঁছির পরে 'اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ' বলে, বা কোন মুসিবতের সংবাদ শুনে 'اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ' বলে, **আল্লাহ্**র প্রশংসার নিয়্যতে সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহা কিংবা আয়াতুল কুরছী পাঠ করে অথবা সূরা হাশরের শেষের তিনটি আয়াত 'هُوَاللّٰہُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا هُوَ' থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে, সেক্ষেত্রে কুরআন শরীফ পাঠ করার নিয়্যত না থাকা সাপেক্ষে কোন বাধাঁ নেই। এমনি রূপে 'কুল' শব্দটি বাদ দিয়ে **আল্লাহ্**র প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে তিনটি 'কুল'ই পাঠ করা যাবে। তবে 'কুল' শব্দ ব্যবহার করে পাঠ করা যাবে না। যদিও তা **আল্লাহ্**র প্রশংসার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তখন সেটি কুরআন পাঠ হিসাবেই গণ্য হয়ে যাবে। সেখানে নিয়্যতের দোহাই দেওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না। **(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী)**

(৫) কুরআন শরীফ ব্যতীত যে কোন জিকির-আজকার, দরূদ-সালাম, নাত নাত শরীফ পাঠ করা, আজানের জবাব দেওয়া ইত্যাদিতে কোনই বাধাঁ নেই। জিকিরের হালকাতেও যোগদান করতে পারবেন। বরং জিকির করাতেও পারবেন। কিন্তু এসব কিছু অযু সহকারে কিংবা অন্ততঃ কুলি করে হলেও পাঠ করা উত্তম। অযু বা কুলি না করে পড়াতেও কোন অসুবিধা নেই।

(৬) এই কথাটি বিশেষ করে মনে রাখবেন যে, (হায়জ ও নেফাসের সময়কালে) নামাজ ও রোজা উভয়ই হারাম।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)

(৭) ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে হলেও এমন অবস্থায় কখনো নামাজ পড়বেন না। না। কেননা, ফুকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এমন পর্যন্ত বলেছেন যে: জেনে বুঝে শরীয়াত সম্মত কোন ওজর ব্যতিরেকে অযু না থাকা অবস্থায় নামাজ পড়া কুফরী, যদি সেটিকে জায়েয বলে মনে করে কিংবা ঠাট্টা মূলক ভাবে করে। **(মিনাহুর রওজ লিল কারী, ৪৬৮ পৃষ্ঠা, দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যাহ্, বৈরুত)**

(৮) হায়জ ও নেফাসের সময়কালের নামাজগুলোর কাজা দিতে হবে না। অবশ্য পবিত্র রমজানের রোজাগুলোর কাজা দেওয়া ফরজ। **(বাহারে শরীয়ত, ২য় খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা)** যত দিন পর্যন্ত কাজা রোজা নিজের যিম্মায় বাকি থাকবে, তত দিন পর্যন্ত নফল রোজা কবুল হওয়ার আশা করা যাবে না। এই বিধানটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত, দ্বিতীয় খন্ডের ৯১ থেকে ১০৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যয়ন করার জন্য সকল ইসলামী বোনদের প্রতি কেবল আবেদনই করা হচ্ছে না বরং কঠোর নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পর্দা বিষয়ে গুরুত্বপুর্ণ মাদানী ফুল

খালাত ভাই, মামাত ভাই, ফুফাত ভাই, চাচাত ভাই, জেঠাত ভাই, তালত ভাই, দেবর, ভাসুর, খালু, ফুফা, ভগ্নিপতি বরং নিজের না-মুহরিম পীর ও মুর্শিদদের থেকেও পর্দা করে চলবেন। অনুরূপ পুরুষদের জন্যও মামী, চাচী, জেঠী, ভাবী ও শালী জাতীয় সম্পর্কের মহিলাদের থেকে পর্দা করতে হবে। মুখে ডাকা ভাই ও বোন, মুখে ডাকা মা ও পুত্র আর মুখে ডাকা পিতা ও কন্যাদের জন্যও পর্দা করতে হবে। এমনকি পালক পুত্রের (নারী-পুরুষদের যৌন বিষয়াদির জ্ঞান সৃষ্টি হলে) বেলায়ও পর্দা করতে হবে। অবশ্য দুধের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এমন কারো সাথে পর্দা করতে হবে না। যেমন: দুধ পান করিয়েছে এমন মাতা ও সেই পুত্রের এবং দুগ্ধ পান জনিত ভাই-বোনদের মাঝে পর্দা করতে হবে না।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

অতএব, পালিত পুত্র ও পালিত কন্যা ইত্যাদিকে হিজরী বৎসর অনুযায়ী দুই বৎসর বয়সের মধ্যে মহিলারা নিজের কিংবা সহোদর বোনের কিংবা নিজ কন্যার কিংবা নিজের আপন ভাগিনীর দুধ এক বার হলেও পান করিয়ে দিবেন। এমন ভাবে পান করাবেন যেন দুধ শিশুটির কণ্ঠনালী অতিক্রম করে নিচে চলে যায়। এভাবে যাদের সাথে দুধের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল, তাদের সাথে পর্দা করা আর ওয়াজিব রইল না। **আ'লা হযরত** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেছেন: আর ভরা যৌবন কালে কিংবা ফিতনার ভয় থাকলে পর্দা করাই উচিত। কেননা, সাধারণ লোকদের মনে এই দুধের সম্পর্কটির গুরুত্ব তেমন নেই বললেই চলে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে গৃহীত, ২২তম খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা, রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর)** **মনে রাখবেন!** হিজরী সন অনুযায়ী দুই বৎসরের পর কোন (পুরুষ বা মেয়ে) শিশুকে দুধ পান করানো হারাম। তবু কেউ যদি আড়াই বৎসরের মধ্যে দুধ পান করিয়ে থাকে, তা হলেও দুধের সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য বাহারে শরীয়াত, ৭ম খন্ড থেকে **'দুধের সম্পর্কের'** শীর্ষক বয়ানটি পাঠ করতে পারেন। তাছাড়া (৩২ পৃষ্ঠার) **'আহত সাপ'** নামক রিসালাটি অবশ্যই পড়ে নিবেন। গৃহবাসী সকল সদস্যদের প্রতি আমার মাদানী সালাম জানিয়ে আমি গুনাহ্‌গারদের সর্দারের জন্য মদীনার, জান্নাতুল বাক্বীর ও বিনা হিসাব মাগফিরাতের মাদানী অনুরোধ করবেন। একই দোআয় **আল্লাহ্ তাআলা** আপনাকেও সর্বদা শামিল করুন।

اَلسَّلَامُ مَعَ الۡاِکۡرَام

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

২৬ জিলহজ্ব, ১৪২৯ হিজরী। **25/12/2008** ইং।

৮টি মাদানী কাজ

(ইসলামী বোনদের জন্য)

–মারকাযে মজলিসে শূরার পক্ষ থেকে

(১) ইনফিরাদী কৌশিশ। (২) ঘর দরস। (৩) ক্যাসেট বয়ান। (৪) (৪) মাদরাসাতুল মদীনা (বয়স্কা মহিলাদের)। (৫) সুন্নাতে ভরা সাপ্তাহিক ইজতিমা। (৬) নেকীর দাওয়াতের উদ্দেশ্যে এলাকায়ী দাওরা। (৭) সাপ্তাহিক তারবিয়াতী হাল্‌কা। (৮) মাদানী ইন্‌আমাত।

(১) **ইনফিরাদী কৌশিশ:** নতুন নতুন ইসলামী বোনদের প্রতি ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করার মাধ্যমে মাদানী মাহলের সাথে তাদের সম্পৃক্ত করিয়ে নিবেন। তাদেরকে মুয়াল্লিমা, মুবাল্লিগা ও মুদার্‌রিসা বানিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের পরিধি বিস্তৃত করুন। যেসব ইসলামী বোনেরা প্রথমে আসতেন, বর্তমানে আসেন না বিশেষ করে তাঁদেরকে ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করে পুনরায় মাদানী মাহলের সাথে সম্পৃক্ত করিয়ে নিবেন। শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেছেন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র শতকরা ৯৯% কাজ ইন্‌ফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমেই সম্ভব।

(২) **ঘর দরস:** ঘরের মধ্যে মাদানী মাহল তৈরি করার জন্য দৈনিক কম করে হলেও এক বার **ফয়যানে সুন্নাত** থেকে দরস দেবার বা শোনার ব্যবস্থা করবেন। (এতে কোন না-মুহরিম যেন না থাকে)। আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কর্তৃক প্রকাশিত কিতাবাদি থেকেও স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী দরস দেওয়া যেতে পারে। (প্রতিদিন সময়কাল ৭ মিনিট) (ফয়যানে সুন্নাতের দরসের পদ্ধতি **ফয়যানে সুন্নাত** কিতাবের প্রথম থেকে দেখে নিবেন)।

(৩) **ক্যাসেট বয়ান:** সকল ইসলামী বোনেরা প্রতি দিন ইন্‌ফিরাদী ভাবে অথবা সকল গৃহবাসীদের সাথে নিয়ে (না-মুহরিম যেন না থাকে) শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সুন্নাতে ভরা বয়ানসমূহ সহ মাদানী মুযাকারা সমূহ এবং **‘মাকতাবাতুল মদীনা’** কর্তৃক প্রচারিত অপরাপর মুবাল্লিগদের সুন্নাতে ভরা বয়ানসমূহ অবশ্যই শুনবেন। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও তারবিয়াতী হালকাগুলোতে প্রতি মাসে, (মহিলা প্রাপ্ত বয়স্কা) মাদরাসাতুল মদীনায় প্রতি সপ্তাহে এবং জামেয়াতুল মদীনায় দৈনিক ভাবে **‘ক্যাসেট ইজতিমা’** করবেন। (সুন্নাতে ভরা বয়ান কিংবা মাদানী মুযাকারা সমূহ কেবল একটি মাত্র ক্যাসেটও যারা প্রতিদিন শুনে থাকেন, তাঁদের কথা ভেবে আমার মন আনন্দিত হয়ে যায়)।

(৪) **মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্কা ইসলামী বোন):** প্রত্যেক যাইলী হালকায় অন্ততঃ একটি করে হলেও (প্রাপ্ত বয়স্কা ইসলামী বোন) মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা করবেন।

মাদরাসাতুল মদীনায় মহিলা শিক্ষার্থীনিদের হাদফ কমপক্ষে ১২ জন। (সময় সীমা সর্বোচ্চ ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট)। সকাল ৮:০০ ঘটিকা থেকে আসরের আজানের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময়ে (পর্দাওয়ালা স্থানে) ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশুদ্ধ কুরআন শরীফ পাঠ শিখানোর পাশাপাশি গোসল, অযু, নামাজ, সুন্নাত, দোআ সহ মহিলাদের শরয়ী মাস্‌আলা-মাসায়িল ইত্যাদি মৌখিক ভাবে নয়, বরং মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **‘ইসলামী বোনদের নামাজ’, ‘জান্নাতী জেওর’, নামাজের আহকামসমূহ’** ইত্যাদি কিতাবাদি থেকে দেখে দেখে শিখাবেন। মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্কা ইসলামী বোনদের) ‘মাদানী ফুল’ মোতাবেক প্রতিষ্ঠা করবেন।

(৫) **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা:** ইসলামী ভাইদের ‘শহর মজলিসে মুশাওয়ারাত’-এর অনুমতি সাপেক্ষে সপ্তাহের যে কোন দিন নির্ধারণ করে যাইলী হালকা, হালকা, এলাকা কিংবা শহর ভিত্তিক পর্দাওয়ালা স্থানে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা করবেন। দিন ও সময় নির্ধারিত করে রাখবেন। অংশগ্রহণকারীদের হাদফ কমপক্ষে ১২ জন: প্রতিটি যাইলী হালকায় থাকবেন কমপক্ষে ১২ জন। (সর্বোচ্চ ২ ঘণ্টার এই) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাটি **‘মাদানী ফুল’**[৫] মোতাবেকই করবেন। ইসলামী বোনদের পক্ষে মাইক, ম্যাগাফোন, সিডি প্লেয়ার ও ইকোসাউন্ড ইত্যাদি ব্যবহার করার অনুমতি নেই।

(৬) **নেকীর দাওয়াতের উদ্দেশ্যে এলাকায়ী দাওরা:** সপ্তাহের যে কোন দিন পূর্ব থেকে নির্ধারণ করতঃ আজ এই স্থানে কাল ঐ স্থানে করে **‘নেকীর দাওয়াতের এলাকায়ী দাওরা’**র সৌভাগ্য অর্জন করবেন। অন্ততঃ পক্ষে ৭ জন ইসলামী বোন (যাদের মাঝে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ অবশ্যই থাকবেন) নিজের যাইলী হালকা কিংবা হালকার এলাকায় (পর্দার প্রতি যত্নবান থেকে) ঘরে ঘরে গিয়ে ৩০ মিনিট ‘নেকীর দাওয়াতের এলাকায়ী দাওরা’ করার ব্যবস্থা করবেন। এর পর পূর্ব নির্ধারিত স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে মাদানী মারকায কর্তৃক প্রদত্ত কর্মপদ্ধতি মোতাবেক এলাকায়ী দাওরার ইজতিমার ব্যবস্থা করবেন। (সময় কাল ৬৩ মিনিট)। সকল ইসলামী বোনেরা নিজেদের সকল ধরনের মাদানী কাজকর্ম থেকে অবসর হয়ে মাগরিবের আজানের আগে আগেই ঘরে পৌঁছে যাবেন।

[৫] অর্থাৎ মারকাযী মজলিসে শূরা (**দা’ওয়াতে ইসলামী**)র পক্ষ থেকে প্রদত্ত নীতিমালা।

(৭) সাপ্তাহিক তারবিয়াতী হালকা: ইসলামী ভাইদের 'শহর মজলিশে মুশাওয়ারাতে'র অনুমতি সাপেক্ষে সপ্তাহের যে কোন দিন পূর্ব থেকে নির্ধারণ করতঃ হালকা, এলাকা কিংবা শহর ভিত্তিক তারবিয়াতী হালকার ব্যবস্থা করবেন। (সর্বোচ্চ সময়কাল হবে ২ ঘণ্টা)। তারবিয়াতী হালকার জন্য পর্দাওয়ালা স্থান, দিন ও সময় পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে রাখবেন। মাদানী মারকায কর্তৃক প্রদত্ত কর্মপদ্ধতি মোতাবেক গোসল, অযু, নামাজ, সুন্নাত, দোআ, মহিলাদের শরয়ী মাস্আলা-মাসায়িল, দরস ও বয়ানের পদ্ধতি এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিভাষাগুলো সহ বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিবেন। তাছাড়া শাজরায়ে আত্তারিয়ার ভির্দ ও ওয়াজিফা সমূহ মুখস্থ করাবেন। আর ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে অধিক হারে মাদানী কাজ করার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করে দিবেন। ৮টি মাদানী কাজের কথা বুঝিয়ে দেওয়ার পর মার্জিত ও গ্রহণযোগ্য উপায়ে কোন দায়িত্ব সোর্পদ করবেন। তাছাড়া আমীরে আহ্লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও মারকাযী মজলিসে শূরার পক্ষ থেকে প্রচারিত **'মাদানী ফুল'** মোতাবেক ইসলামী বোনদের তারবিয়াত করবেন। প্রতিটি যাইলী হালকায় যোগদানকারীনি ইসলামী বোনের হাদফ কমপক্ষে ৭ জন।

(৮) মাদানী ইনআমাত: আমীরে আহ্লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কর্তৃক প্রদত্ত ৬৩টি মাদানী ইন্আমাত নেককার হওয়ার সেরা উপায় হিসাবে সাব্যস্ত। অতএব, পূর্ব থেকে সময় নির্ধারণ করতঃ প্রতি দিনই ফিক্রে মদীনা করবেন। (অর্থাৎ ভেবে দেখবেন যে, মাদানী ইন্আমাত অনুযায়ী আজকের দিনে কতটুকু আমল করা হল)। রিসালায় প্রদত্ত খালি ঘর পূরণ করে প্রতি মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে আপনার এলাকার যিম্মাদার ইসলামী বোনের নিকট জমা করিয়ে দিবেন।

তাছাড়া মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত 'মাদানী তোহফা'র মাধ্যমে অপরাপর ইসলামী বোনদেরকেও 'মাদানী ইন্আমাত' অনুযায়ী আমল করার তারগীব দিবেন। ইসলামী বোনদের প্রত্যেকেই এই প্রচেষ্টায় থাকবেন তিনি যেন আত্তারের আজমিরী, বাগদাদী, মক্কী ও মাদানী কন্যা হিসাবে তৈরি হবার মর্যাদা লাভ করতে পারেন।[৬] ইনফিরাদী কৌশিশকারী ইসলামী বোনেরা 'মাদানী ইন্আমাত' অনুযায়ী আমল করতঃ প্রতি মাসে মাদানী ইনআমাতের অন্ততঃ ২৬টি রিসালা বন্টন করে পরের মাসে সেগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন। প্রতি যাইলী হালকার হাদফ হচ্ছে কমপক্ষে ১২টি রিসালা।

বিশেষ তাকিদ: যে কোন ধরনের বয়ান করবেন 'মাদানী ফুল' মোতাবেক ডায়েরী থেকে পাঠ করে করেই। মুখে বলার কখনো অনুমতি নেই।

জাহাজের মুসাফির

হযরত সায়্যিদুনা নোমান বিন বশীর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, **রাসূলগণের সর্দার, দোআলমের ছরওয়ার মালিক ও মোখতার, হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আল্লাহ্ তাআলার বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধে যারা অলস ও উদাসীন আর যারা তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের দৃষ্টান্ত সেসব লোকের ন্যায় যারা জাহাজে লটারী নিল। কেউ পেল নিচের অংশ, কেউ পেল উপরের। নিচের অংশের লোকদের পানির জন্য উপরের অংশের লোকদের নিকট যেতে হত।

[৬] এর বিস্তারিত মাদানী ইন্আমাত রিসালায় দেখুন।

তাই তারা এটিকে শুধুশুধু দুর্ভোগ মনে করে একটি কুঠার নিয়ে কেউ জাহাজের নিচের অংশে একটি ছিদ্র করতে লাগল। উপরের অংশের লোকজন তার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল: তোমার কী হয়ে গেল? সে বলল: আমার কারণে তোমাদের কষ্ট হত, আমার পানি ছাড়া তো আর চলে না। এবার তারা যদি তার হাত ধরে ফেলে তা হলেই তাকে বাঁচাল, আর নিজেরাও বাঁচবে। যদি তাকে সেই অবস্থায় এড়িয়ে চলে তা হলে তাকে ধ্বংস করল এবং নিজেদের জীবনও ধ্বংস করবে।"

[সহীহ বোখারী। খন্ড: ২। পৃষ্ঠা : ২০৮। হাদিস : ২৬৮৬]

গুনাহের ভয়াবহতা অন্যদেরকেও ঘিরে ফেলে

উক্ত হাদীসটির টীকায় মিরআতুল মানাজীহ্ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: হাদীসটিতে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অসৎকাজে বাধাঁ দেওয়ার এবং সৎকাজে আদেশ দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে: اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفْ وَ نَہِیٌ عَنِ الْمُنْکَرْ অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বারণ করার মত গুরু দায়িত্বটিকে যদি এই মনে করে এড়িয়ে চলা হয় যে, অসৎকর্মশীলরা নিজেরাই ক্ষতির শিকার হবে, তাতে আমাদের কী আসে যায়, এই চিন্তা ভুল। এ কারণে যে, তার গুনাহের প্রভাব গোটা সমাজকে ঘিরে নিজ আশ্রয়ে নিয়ে নেয়, আর যদ্রূপ নৌকা ছিদ্রকারী লোকটি নিজেই ধ্বংসের শিকার হত না বরং সকল যাত্রীকেই ডুবাত তদ্রূপ অসৎকর্মশীল কিছু লোকের এই অপরাধ গোটা সমাজেই সংক্রমিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

[মিরআতুল মানাজীহ্। খন্ড: ৬। পৃষ্ঠা : ৫০৪]

গুনাহের পাঁচটি পার্থিব ক্ষতি

গুনাহের পার্থিব ক্ষতির বর্ণনা পেশ করতে গিয়ে **দাওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'নেকিয়োঁ কি জযায়েঁ অওর গুনাহোঁ কি সাজায়েঁ'** কিতাবের ৫১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: **হুজুর নবিয়ে পাক, ছাহিবে লাওলাক, সাইয়াহে আফলাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে লোক সকল! পাঁচটি বিষয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তোমরা পাঁচটি বিষয় থেকে বিরত থাকিও। (১) যে জাতি ওজনে কম দেয়, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে উর্ধ্বমূল্য ও শস্যস্বল্পতায় ফেলেন। (২) যে জাতি ওয়াদা খেলাফ করে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের দুশমনদের তাদের উপর শাসক হিসাবে নিয়োজিত করে দেন। (৩) যে জাতি যাকাত আদায় করে না, আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর থেকে বৃষ্টির পানি রুখে থাকেন। চতুষ্পদ জন্তুরা যদি না থাকত, তাহলে তাদের ভাগ্যে এক ফোঁটা পানিও জুটত না। (৪) যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা বিস্তার পাবে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে প্লেগ রোগে আক্রান্ত করিয়ে থাকেন। (৫) যে জাতি কুরআন অনুসরণ না করে বিচার করে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সীমালঙ্ঘন (অর্থাৎ ভূল বিচার) করার স্বাদ ভোগ করিয়ে থাকেন, আর তাদের একককে অন্যের আতঙ্কে রাখেন।"

[কুররাতুল উয়ূন। পৃষ্ঠা : ৩৯৬]

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।
(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা’ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :
bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অনাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলোন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল- ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল- ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল- ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net